গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
সামাজিক নিরাপত্তা অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

বিষয়: সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা কমিটি (CMC)-র চতুর্দশ সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	:	খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম, মন্ত্রিপরিষদ সচিব
সভার তারিখ	:	০৪ ফেব্রুয়ারি ২০২১
সময়	:	বিকাল ০৩:০০ ঘটিকা
সভার স্থান	:	ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্ম (Zoom)

সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকা: পরিশিষ্ট-ক

সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম সরকারের অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত উদ্যোগসমূহের মধ্যে অন্যতম। দেশে বিভিন্ন ধরনের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে এবং প্রতিবছর বাজেটের একটি বড় অংশ এ খাতে বরাদ্দ রাখা হয়। বর্তমান অর্থবছরে সামাজিক নিরাপত্তা খাতে বরাদ্দ ৯৫ হাজার কোটি টাকার অধিক যা, বাজেটের ১৬.৮৩ শতাংশ এবং জিডিপি'র ৩.০১ শতাংশ। তিনি আরও বলেন, সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম দেশের মানুষের দারিদ্র্য বিমোচন, বৈষম্য হ্রাস এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

০২। সভাপতি মহোদয় উল্লেখ করেন, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের মধ্যে সমন্বয়, সার্বিক পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা জোরদারকরণ এবং সুবিধাভোগীর দ্বৈত্বতা পরিহারের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে ২০১০ সালে কেন্দ্রীয় পরিবীক্ষণ কমিটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ইতোমধ্যে ২০১৫ সালে জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল (NSSS) প্রণীত হওয়ার পর এ কমিটির কার্যপরিধি আরও বিস্তৃত হয়েছে। এ কমিটির নামকরণ পরিবর্তনপূর্বক 'কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা কমিটি' করা হয়েছে।

০৩। সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করার লক্ষ্যে সকলে আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করবেন মর্মে আশাবাদ ব্যক্ত করে সভাপতি আলোচ্যসূচি অনুযায়ী সভার পরবর্তী কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য কমিটির সদস্য সচিব, জনাব মোঃ সামসুল আরেফিন, অতিরিক্ত সচিব (সমন্বয়), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগকে আহবান জানান। সভাপতি মহোদয়ের সদয় নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতে জনাব মো: সামসুল আরেফিন, অতিরিক্ত সচিব (সমন্বয়) পাওয়ার পয়েন্ট স্লাইডের মাধ্যমে সভার আলোচ্যসূচি পর্যায়ক্রমে উপস্থাপন করেন।

আলোচ্য বিষয়-১: বিগত সভার কার্যবিবরণ দৃঢ়করণ

০৪। সভার সদস্য সচিব জনাব মো: সামসুল আরেফিন, অতিরিক্ত সচিব (সমন্বয়) জানান কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা কমিটির ত্রয়োদশ সভা গত ০৯ মে ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। উক্ত সভার কার্যবিবরণী যথাসময়ে প্রত্যেক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছিল। অদ্যকার সভার নোটিশের সঙ্গে এটি পুনরায় প্রেরণ করা হয়েছে। কার্যবিবরণীতে কোন প্রকার সংযোজন বা পরিমার্জন থাকলে তা উপস্থাপনের জন্য উপস্থিত সদস্যগণকে অনুরোধ করা হয়। বিগত সভার কার্যবিবরণীতে কোন প্রকার সংশোধন বা পরিমার্জনের প্রস্তাব না থাকায় কার্যবিবরণীটি দৃঢ়ীকরণ করার বিষয়ে সদস্যগণ ঐক্যমত প্রকাশ করেন।

আলোচ্য বিষয়-২: জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল (NSSS) এর কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন উপস্থাপন

০৫। অতিরিক্ত সচিব, জনাব মোঃ সামসুল আরেফিন অতপর সভার আলোচ্যসূচি অনুযায়ী জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল (NSSS) এর কর্মপরিকল্পনা (২০১৬-২১) বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদনের প্রেক্ষাপট বর্ণনা করেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, সচিব, সমন্বয় ও সংস্কারের নেতৃত্বে গঠিত কর্মপরিকল্পনা উপকমিটি কর্তৃক প্রণীত NSSS কর্মপরিকল্পনা ২০১৭ সালে CMC কর্তৃক অনুমোদিত হয়। কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ ও পর্যালোচনা সচিব, সমন্বয় ও সংস্কার-এঁর দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত ছিল। অতিরিক্ত সচিব আরও উল্লেখ করেন, দেশের সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা সংস্কারের লক্ষ্যে ইউরোপীয় ইউনিয়ন বাংলাদেশ সরকারকে ১৫০ মিলিয়ন ইউরো বাজেট সহায়তা প্রদানের একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। উক্ত সহায়তার প্রথম ট্রাঞ্চের ২৬ মিলিয়ন ইউরো গত বছর ছাড়করণ করা হয়েছে। এবছর দ্বিতীয় ট্রাঞ্চ এর অর্থ frontloading-এর মাধ্যমে ১১৩ মিলিয়ন ইউরোতে উন্নীত করা হয়েছে। উক্ত ট্রাঞ্চ-এর অর্থ ছাড়করণের অন্যতম শর্ত ছিল NSSS কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রকাশ। সে প্রেক্ষিতে ২০২০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের সামাজিক নিরাপত্তা ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাগণের অংশগ্রহণে সচিব, সমন্বয় ও সংস্কারের সভাপতিত্বে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় আলোচনাক্রমে অগ্রগতি প্রতিবেদনটি প্রস্তুত করা হয়। প্রতিবেদনটি প্রস্তুত করার পর প্রতিটি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণপূর্বক তাঁদের মতামত গ্রহণ করা হয়েছে। প্রাপ্ত মতামতের পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিবেদনটি চূড়ান্ত করে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।

০৬। কর্মপরিকল্পনার অগ্রগতি প্রতিবেদনের উল্লেখযোগ্য অংশ উপস্থাপনার জন্য তিনি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের যুগ্মসচিব জনাব মোহাম্মদ খালেদ হাসানকে অনুরোধ করেন। সভাপতি মহোদয়ের অনুমতিক্রমে জনাব মোহাম্মদ খালেদ হাসান পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের NSSS কর্মপরিকল্পনার গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি উপস্থাপন করেন।

০৭। জনাব মোহাম্মদ খালেদ হাসান, যুগ্মসচিব তাঁর পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপনায় উল্লেখ করেন NSSS কর্মপরিকল্পনার মূল উপাদান ছিল পাঁচটি, যথা- বিদ্যমান কয়েকটি সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমের সম্প্রসারণ, খ) কতিপয় কার্যক্রম নতুনভাবে প্রবর্তন, গ) কয়েকটি কার্যক্রম পূর্বের অনুরূপ অব্যাহত রাখা, ঘ) ক্ষুদ্র কর্মসূচিসমূহের বৃহৎ

কর্মসূচির অধীনে সমন্বিতকরণ এবং ঙ) বিতরণ ব্যবস্থার সংস্কার। তিনি উল্লেখ করেন, সামগ্রিক অগ্রগতি যথেষ্ট সন্তোষজনক হলেও কতিপয় ক্ষেত্রে কিছুটা পশ্চাৎপদতা রয়েছে। বয়স্ক ভাতাভোগীর সংখ্যা ৩০ লাখ থেকে ৬৫ লাখে উন্নীত করার পরিকল্পনা ছিল। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ভাতাভোগীর সংখ্যা ৪৯ লাখে বৃদ্ধি করেছে। বর্তমান পরিস্থিতি বিবেচনায় অগ্রগতি যথেষ্ট সন্তোষজনক। কিন্তু ৯০ বছরের উর্ধ্বের জনগোষ্ঠীর জন্য বিশেষ ভাতা কর্মসূচি প্রবর্তনের যে প্রস্তাব ছিল তা এখনও বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি। সভাপতি মহোদয় এ বিষয়ে জরুরিভিত্তিতে কার্যক্রম গ্রহণের জন্য সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করেন। পরিকল্পনার আরেকটি উল্লেখযোগ্য অংশ ছিল কর্মভিত্তিক সামাজিক সহায়তা (workfare) কার্যক্রমসমূহ সমন্বয়। workfare কার্যক্রমসমূহ জোরদার করা হলেও এগুলির সমন্বয়ের জন্য তেমন কোন দৃশ্যমান অগ্রগতি নেই। সভাপতি মহোদয় workfare কার্যক্রমসমূহ সমন্বয়ের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করেন।

০৮। উপস্থাপনায় উল্লেখ করা হয়, পরিকল্পনায় সম্প্রসারণযোগ্য কর্মসূচির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে টিকা, পুষ্টি, স্বাস্থ্য এবং স্যানিটেশন কর্মসূচি; শিশুদের জন্য দিবাযত্ন কেন্দ্র; এবং স্কুল খাদ্য কর্মসূচি। এগুলির বাস্তবায়নে সন্তোষজনক অগ্রগতি থাকলেও কিছু কার্যক্রম আরও সম্প্রসারণ করা প্রয়োজন ছিল। নতুন কর্মসূচি মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিল শিশু ভাতা কার্যক্রম, পরিত্যক্ত শিশুর রক্ষণাবেক্ষণ নীতিমালা, সামাজিক বিমা এবং বেসরকারি ঐচ্ছিক পেনশন ইত্যাদি। এ কার্যক্রমসমূহ আংশিক বাস্তবায়িত হয়েছে। সামাজিক বিমার বিষয়ে উল্লেখ করা হয় যে, সামাজিক বিমার একটি সমীক্ষা আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক পরিচালনার জন্য নির্ধারিত ছিল। কিন্তু একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের এসএসপিএস প্রকল্প সমীক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করে। উক্ত প্রকল্প কর্তৃক ভারতের PwC নামক গবেষণা সংস্থাকে নিয়োগের মাধ্যমে সমীক্ষা কার্যক্রমটি সম্পন্ন করা হয়েছে। সদস্য (সিনিয়র সচিব), সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ-এর নেতৃত্বে গঠিত M&E কমিটি কর্তৃক সমীক্ষা কার্যক্রম সার্বিক তত্বাবধান করা হয়েছে। সমীক্ষা প্রতিবেদনটি একটি সেমিনার বা কর্মশালার মাধ্যমে ভ্যালিডেট করার জন্য অপেক্ষাধীন রয়েছে মর্মে উল্লেখ করা হয়। সভাপতি মহোদয় যথাশীঘ্র এ বিষয়ে ভার্চুয়াল প্লাটফর্মে একটি কর্মশালা আয়োজনের নির্দেশনা প্রদান করেন।

০৯। এছাড়া, সামাজিক নিরাপত্তার বিতরণ ব্যবস্থা উন্নয়ন এবং ক্ষুদ্র কর্মসূচিসমূহ একীভূতকরণের পরিকল্পনার বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা হয়। সামাজিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত মোট ১২৬টি কার্যক্রম ২৫টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক বর্তমান অর্থবছরে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এর মধ্যে শতকরা ৮০ ভাগ কর্মসূচির পরিধি, কার্যক্রম এবং সুবিধাভোগীর সংখ্যা খুবই সীমিত। এ ধরণের কর্মসূচি পর্যায়ক্রমে বৃহৎ কোন কর্মসূচির সঙ্গে একীভূতকরণের (consolidation/ harmonization) সম্ভাব্যতা যাচাইপূর্বক ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলা হয়েছে। এছাড়া, বিতরণ ব্যবস্থা উন্নয়নের নিমিত্ত একটি কেন্দ্রীয় এমআইএস স্থাপন এবং সুবিধাভোগীদের ডাটাবেইজ সৃজনের পরিকল্পনা ছিল। অর্থ বিভাগের এসপিবিএমইউ প্রকল্প কর্তৃক স্থাপিত এমআইএস ৫টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক প্রায় ১২টি কার্যক্রমের জন্য কেন্দ্রীয় এমআইএস হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। সভায় আরও উল্লেখ করা হয় যে, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের এসএসপিএস প্রকল্প কর্তৃক কেন্দ্রীয় MIS-এর একটি আর্কিটেকচারাল ডিজাইন প্রস্তুত করা হয়েছে। সভায় আলোচনা হয় যে অর্থনৈতিক সমীক্ষার

মাধ্যমে উপকারভোগীর ডাটাবেইজ চূড়ান্তকরণের জন্য বিবিএস কর্তৃক একটি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। সভাপতি মহোদয় বিবিএস কর্তৃক এ কাজ দ্রুত সম্পন্ন করার প্রতি গুরুত্বারোপ করেন। তিনি আগামী ২০২২ সালের জুন মাসের মধ্যে এ কাজ সম্পন্ন করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থপনা বিভাগ-এর সচিবকে অনুরোধ করেন। ইতোমধ্যে মন্ত্রণালয়সমূহকে আগামী ছয় মাসের মধ্যে তাদের কর্মসূচিসমূহের সুবিধাভোগীর ডিজিটাল ডাটাবেইজ প্রণয়ন সম্পন্ন করার অনুরোধ করেন। সভায় উপস্থাপিত কর্মপরিকল্পনার অগ্রগতি প্রতিবেদনটি বিস্তারিত আলোচনান্তে এটি সর্বসম্মতিক্রমে ভূতাপেক্ষ অনুমোদন দেওয়া হয়।

আলোচ্য বিষয়-০৩: জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের ২য় পর্বের কর্মপরিকল্পনা (২০২১-২৬) প্রণয়ন সম্পর্কে আলোচনা

১০। অতঃপর অতিরিক্ত সচিব, জনাব মোঃ সামসুল আরেফিন পরবর্তী আলোচ্যসূচি উপস্থাপন করেন। তিনি জানান যে, জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল-এর প্রথম পর্বের কর্মপরিকল্পনা আগামী জুন ২০২১-এ সমাপ্ত হবে। ফলে ২০২১-২৬ মেয়াদে দ্বিতীয় পর্বের কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের কার্যক্রম দ্রুত শুরু করা প্রয়োজন। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, ইউরোপীয় ইউনিয়নের ১৫০ মিলিয়ন ইউরো বাজেট সহায়তার ৩য় বর্ষের (জুন ২০২১) একটি শর্ত হচ্ছে জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের ২য় পর্বের কর্মপরিকল্পনা (২০২১-২৬)-এর খসড়া চূড়ান্তকরণ এবং ৪র্থ বর্ষের (২০২২) শর্ত হচ্ছে প্রণীত খসড়া কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক অনুমোদন।

১১। সচিব, সমন্বয় ও সংস্কার মহোদয় বলেন যে, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এ বিষয়ে প্রাথমিক কার্যক্রম আরম্ভ করেছে। ইতোমধ্যে তাঁর নেতৃত্বে মন্ত্রণালয়সমূহের সামাজিক নিরাপত্তা ফোকাল পয়েন্ট ও বিকল্প ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাগণের জন্য ৭টি পৃথক গ্রুপে কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে। খুবশীঘ্রই আরও একটি কর্মশালা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কর্ম-পরিকল্পনার প্রথম খসড়া প্রণয়ন করা হবে। কর্মপরিকল্পনাটি আগামী ৩১ মে ২০২১ তারিখের মধ্যে সম্পন্ন করার জন্য সভাপতি মহোদয় কর্মপরিকল্পনা উপকমিটির সভাপতি, সচিব, সমন্বয় ও সংস্কারকে অনুরোধ করেন। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের সচিবগণকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদানের অনুরোধ করা হয়।

আলোচ্যবিষয়-০৪: থিমেটিক ক্লাস্টার সংক্রান্ত কমিটিসমূহের কার্যক্রম সম্পর্কে আলোচনা

১২। অতিরিক্ত সচিব, জনাব মো: সামসুল আরেফিন সভায় উপস্থাপন করেন যে, সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমসমূহের সমন্বয় ব্যবস্থা জোরদার করণের লক্ষ্যে পাঁচটি থিমেটিক ক্লাস্টার গঠন করা হয়েছে। ক্লাস্টার সমন্বয়ক মন্ত্রণালয়সমূহ হচ্ছেঃ ১) সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় (সামাজিক সহায়তা ক্লাস্টার), ২) আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ (সামাজিক বিমা ক্লাস্টার), ৩) খাদ্য মন্ত্রণালয় (খাদ্য নিরাপত্তা ও দুর্যোগ সহায়তা ক্লাস্টার), ৪) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় (শ্রম ও জীবিকায়ন ক্লাস্টার), এবং ৫) প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় (মানব উন্নয়ন ও সামাজিক ক্ষমতায়ন ক্লাস্টার)।

১৩। এ বিষয়ে সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয় জানান যে, তাঁর ক্লাস্টারে খাদ্য নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালায়সমূহকে নিয়ে নিয়মিত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা করা হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে সামাজিক নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট যে সকল

কর্মসূচি রয়েছে তাতে লিকেজ এবং ডুপ্লিকেশন কমিয়ে এনে আরো বেশী করে সেবাগ্রহিতার সংখ্যা বাড়ানো যায়। তবে সকল কর্মসুচি ডিজিটালাইজড না হওয়া পর্যন্ত এ ক্ষেত্রে লিকেজ বা এ ধরণের সমস্যা থেকেই যাবে বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। কয়েকজন সদস্য বলেন থিমেটিক ক্লাস্টার কমিটিসমূহের কর্মপরিধি সম্পর্কে কিছুটা ব্যাখ্যা দেওয়া প্রয়োজন।

১৪। এ বিষয়ে যুগ্মসচিব জনাব খালেদ হাসান জানান, এতদসংক্রান্ত একটি সার্কুলার মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ হতে জারি করা হয়েছে। প্রতি তিন মাস অন্তর ক্লাস্টার সমূহের একটি করে সভা আয়োজন করার জন্য নির্ধারিত রয়েছে। ক্লাস্টার কমিটির মূল দায়িত্ব হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচির পরিবীক্ষণ ও সমন্বয়ের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা ও পর্যালোচনা করা যাতে করে কর্মসূচিসমূহের দ্বৈততা পরিহার করা সম্ভব হয়। ক্লাস্টার কমিটিসমূহ মূলত CMC-র কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান করে থাকে। প্রতিটি কর্মসূচির পর্যালোচনা CMC-র পক্ষে সম্ভব নয়। ক্লাস্টার কমিটিসমূহ তাদের সংশ্লিষ্ট কর্মসূচিসমূহ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যলোচনা ও সমন্বয়ের প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রণয়নপূর্বক CMC-তে সিদ্ধান্তের জন্য উপস্থাপন করে থাকে। ক্লাস্টার কমিটিসমূহের দায়িত্ব যথাযথভাবে প্রতিপালনের লক্ষ্যে নিয়মিত সভা আয়োজনের জন্য সভাপতি মহোদয় ক্লাস্টার কমিটিসমূহের সভাপতিগণকে অনুরোধ করেন।

১৫। সভায় সামাজিক বিমা ক্লাস্টারের কার্যক্রম সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়। সভায় অবহিত করা হয় যে একটি সামাজিক বিমা ব্যবস্থা স্থাপন করাই এ ক্লাস্টারের মূল দায়িত্ব। আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগকে এ ক্লাস্টারের সমন্বয়কের দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। সভাপতি মহোদয় বলেন সামাজিক বিমা কমার্শিয়াল বিমা থেকে আলাদা। আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগকে এ ক্লাস্টারের সমন্বয়ক নির্ধারণের কারণ জিজ্ঞাসা করলে যুগ্মসচিব জনাব মোহাম্মদ খালেদ হাসান জানান যে উক্ত বিভাগের সচিব মহোদয়ের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে CMC কর্তৃক এ দায়িত্ব উক্ত বিভাগকে প্রদান করা হয়েছিল। সভাপতি মহোদয় বলেন, অর্থ বিভাগকে ক্লাস্টারের দায়িত্ব প্রদান করা সমীচীন হবে। সভাপতি মহোদয়ের প্রস্তাবে সদস্যগণ একমত প্রকাশ করেন।

আলোচ্যবিষয়-০৫: জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা সম্মেলন ও নলেজ ফেয়ার ২০১৯ সম্পর্কে অবহিতকরণ।

১৬। অতিরিক্ত সচিব, জনাব মো: সামসুল আরেফিন সভায় উল্লেখ করেন যে, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের এসএসপিএস প্রোগ্রামের কারিগরি সহযোগিতায় বঙ্গবন্ধু নভোথিয়েটারে গত ৪-৫ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা সম্মেলন এবং নলেজ ফেয়ার অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় সংসদের মাননীয় স্পিকার এবং বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় সমাজ কল্যাণ মন্ত্রী। এ সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন মন্ত্রিপরিষদ সচিব মহোদয়। সম্মেলনে ৩৫টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তরসমূহের ৮ থেকে ১০ জন করে কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। এ সম্মেলনে উপস্থাপিত বিভিন্ন গবেষণাপত্রের সংকলন সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ কর্তৃক প্রকাশ করা হয়েছে। জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা সম্মেলন ও নলেজ ফেয়ার, ২০১৯ আয়োজনকারী এবং অংশগ্রহণকারীগণকে সভার পক্ষ থেকে সভাপতি মহোদয় ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

আলোচ্যবিষয়-০৬: কোভিড-১৯ পরিস্থিতি মোকাবেলায় মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের কার্যক্রম সম্পর্কে আলোচনা।

১৭। সভায় আলোচিত হয় যে, কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের জন্য সরকার বিশেষ সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। কোভিড-১৯ পরিস্থিতি মোকাবেলায় মন্ত্রণালয়সমূহের বিশেষ কার্যক্রম সম্পর্কে সচিবগণ সভাকে অবহিত করতে পারেন। এ প্রসঙ্গে সচিব অর্থ মন্ত্রণালয় জানান যে, সরকার কোভিড-১৯ পরিস্থিতি মোকাবেলায় জীবন ও জীবিকার স্বাভাবিক অবস্থা গতিশীল রাখতে প্রায় ১২৪ কোটি টাকার ২৩ টি আর্থিক প্রণোদনা ঘোষণা করেছে যা জিডিপির প্রায় ৪.৪৫ শতাংশ।

১৮। এছাড়া সচিব স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, সভায় অবহিত করেন যে, ৭ ফেব্রুয়ারি ২০২১ থেকে বাংলাদেশের সব জেলায় শুরু হচ্ছে করোনা ভাইরাসের টিকাদান কার্যক্রম। সারাদেশের এক হাজার পাঁচটি কেন্দ্রে টিকা দেওয়া হবে এবং একটি কেন্দ্রে সর্বোচ্চ ১৫০ জনকে টিকা দেওয়া যাবে। সক্ষমতা অনুযায়ী প্রথম দিন দেড় লাখ মানুষ টিকা নিতে পারবেন।

আলোচ্যবিষয়-০৭: বিবিধ।

১৯। ড. শামসুল আলম, সদস্য (সিনিয়র সচিব), সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ জানান যে, NSSS-এর প্রস্তাবনা অনুযায়ী সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসুচিতে Exclusion error এবং Inclusion error কমিয়ে আনার লক্ষ্যে বিবিএস এর সমন্বয়ে একটি কেন্দ্রীয় তথ্য ভান্ডার গড়ে তোলার কথা রয়েছে যা সকল মন্ত্রণালয় তাঁদের স্ব স্ব কাজে ব্যবহার করতে পারবে।

২০। তিনি আরও বলেন CMC-র সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ কর্তৃক এসএসপিএস প্রকল্পের সহায়তায় NSSS-এর মধ্যবর্তী পর্যালোচনা সমীক্ষা সম্পন্ন করা হয়েছে। তিনি বলেন এর মূল লক্ষ্য ছিল NSSS-এর বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা এবং দেশের সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা সংস্কার তথা দারিদ্র্য বিমোচনে এর প্রভাব মূল্যায়ন। এ সমীক্ষা দেশের একটি বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান পলিসি রিসার্চ ইন্সটিটিউট (PRI)-কে দিয়ে করানো হয়েছে। উক্ত সমীক্ষা প্রতিবেদনকে উদ্ধৃত করে সম্প্রতি কোন এক দৈনিক পত্রিকায় একটি বিরূপ প্রতিবেদন প্রকাশ হয়েছে মর্মে তিনি জানান। বিষয়টি ব্যাখ্যা করে তিনি বলেন দেশে ৪১ শতাংশ Inclusion error রয়েছে মর্মে যে মন্তব্য করা হয়েছে তা ২০১৬ সালের বিবিএস-এর তথ্য ভিত্তিক। এ প্রতিবেদন সম্পর্কে সচিব, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ বলেন Inclusion error সংক্রান্ত তথ্য মূলতঃ ২০১৬ সালের খানা আয়-ব্যয় জরিপের তথ্যের ভিত্তিতে গবেষণা প্রতিষ্ঠানের প্রাক্কলন থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। তথ্যটি সরাসরি বিবিএস-এর নয় এবং এটি সাম্প্রতিক তথ্যও নয়। কিন্তু প্রথম আলো এটিকে বর্তমান প্রেক্ষাপট হিসাবে উপস্থাপন করে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছে।

২১। সচিব, অর্থ মন্ত্রণালয় জানান যে, ইতোমধ্যে যে সকল কর্মসূচি সার্বজনীন হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে তা জাতীয় পরিচয় পত্রের সাথে লিংক করে একটি ডাটা বেইজের মাধ্যমে দেওয়া হচ্ছে এবং ক্রমান্বয়ে সকল কর্মসূচি এর আওতায় নিয়ে আসা হবে। সচিব, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ জানান যে, সব বয়সের সকল নাগরিকের

তথ্য সংগ্রহের কাজ চলমান রয়েছে। ইতোমধ্যে তথ্য সংগ্রহের কাজ শেষ হয়েছে এবং বর্তমানে সফটওয়ারের মাধ্যমে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের প্রয়োজন অনুযায়ী বিন্যাসের কাজ করা হচ্ছে।

সিদ্ধান্ত:

২২। বিস্তারিত আলোচনান্তে সভায় নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ করা হয়ঃ

১. সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা কমিটির ত্রয়োদশ সভার কার্যবিবরণী সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ়ীকৃত করা হল;

২. বছরে অন্ততঃ দুইবার কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা আয়োজনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সংশ্লিষ্ট অধিশাখাকে নির্দেশনা প্রদান করা হল;

৩. দেশের নাগরিকগণের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি সংবলিত ডাটাবেইজ প্রণয়নের কাজ দ্রুত সমাপ্তকরণ পূর্বক আগামী জুন ২০২২ তারিখের মধ্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের সম্পন্ন করার জন্য পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগকে অনুরোধ করা হল;

৪. জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদনটিতে ভূতাপেক্ষ অনুমোদন প্রদান করা হল;

৫. কর্মপরিকল্পনার অসমাপ্ত কার্যক্রম যথাশীঘ্র সম্পন্ন করার জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহকে অনুরোধ করা হয়;

৬. জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের নির্দেশনার আলোকে ৯০ বছরের বেশী বয়স্ক ব্যক্তিদের জন্য বিশেষ বয়স্ক ভাতা সুবিধা প্রবর্তনের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং এ লক্ষ্যে একটি তালিকা প্রণয়নের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উক্ত মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হল;

৭. জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের ২য় পর্বের (২০২১-২৬) কর্ম-পরিকল্পনা খসড়া প্রণয়ন কাজ আগামী ৩০ মে ২০২১ তারিখের মধ্যে সম্পন্ন করার জন্য সচিব, সমন্বয় ও সংস্কারকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হয়। কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন উপকমিটিকে কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়নে যাবতীয় সহযোগিতা প্রদান, প্রয়োজনীয় তথ্য উপাত্ত সরবরাহ এবং যাবতীয় সহযোগিতা প্রদানের লক্ষ্যে ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাগণকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদানের জন্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের সচিবগণকে অনুরোধ করা হয়;

৮. সামাজিক বিমা ক্লাস্টার-এর সমন্বয়ক হিসাবে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের পরিবর্তে অর্থ-বিভাগকে দায়িত্ব প্রদান করা হল;

৯. সামাজিক বিমা সংক্রান্ত সমীক্ষা প্রতিবেদন ডিসেমিনেশনের লক্ষ্যে আগামী দুই মাসের মধ্যে ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মে একটি কর্মশালা আয়োজনের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সামাজিক নিরাপত্তা অধিশাখা এবং এসএসপিএস প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণকে অনুরোধ করা হল;

১০. থিমেটিক ক্লাস্টার কমিটিসমূহের সভা প্রতি তিন মাস অন্তর আয়োজনপূর্বক সভার কার্যবিবরণী মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে নিয়মিতভাবে প্রেরণের জন্য ক্লাস্টার কমিটির সভাপতিগণকে (সচিব, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ, খাদ্য মন্ত্রণালয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়) অনুরোধ করা হয়;

১১. জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা সম্মেলন ও নলেজ ফেয়ার ২০১৯ আয়োজনকারী এবং অংশগ্রহণকারীগণকে সভার পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হল;

১২. কোভিড-১৯ প্রতিরোধে সরকারের ঘোষিত কার্যক্রম যথাযথভাবে বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে গুরুত্বসহকারে দায়িত্ব পালনের জন্য অনুরোধ করা হল;

২৩। পরিশেষে আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কার্যক্রম সমাপ্ত করেন।

২৩/০২/২০২১.

খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম
মন্ত্রিপরিষদ সচিব
এবং
সভাপতি
সামাজিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা কমিটি